Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 24-06-2026 15:35 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২৪ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮১ সংখ্যা ।। ২পাতা

প্রতারণার অভিযোগে নোটিস পুলিশের, গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় এবার হাই কোর্টে মানস ভুঁইঞা

ঘূর্ণাবর্তের জেরে দুর্যোগ, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ

বারাণসীতে গঙ্গাবক্ষে মদ-মাংসের মোচ্ছব! তুঙ্গে বিতর্ক, ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল যোগীর পুলিশ

তারাতলায় ভেঙ্গে পড়ল নির্মীয়মাণ গোডাউন,

আটকে বহু শ্রমিক, কন্ট্রোল রুম খুলল নবান্ন

নয়া জামানা ঃ বুধবার দুপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল তারাতলায়। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ। বন্দরের জমিতে লিজ নিয়ে তৈরি হচ্ছিল ওই চায়ের গুদামটি। বুধবার তিনতলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলার সময়েই আচমকা ভেঙে পড়ে ছাদটি। নিচে চাপা পড়ে যান বহু শ্রমিক।সূত্রের খবর, ভিতরে আটকে রয়েছেন কম করে ৩০-৩৫ জন। মৃতের সংখ্যা নিয়ে এখনও স্পষ্ট ছবি মেলেনি; প্রাথমিক ভাবে একজনের মৃত্যুর খবর মিললেও, পরে স্থানীয় বিধায়ক রাকেশ সিং ৬ জনের মৃত্যুর দাবি করেছেন। প্রশাসনিক সূত্রে এখনও এই সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি। আহত হয়েছেন একাধিক শ্রমিক।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে সেনাকেও। আনা হয়েছে ক্রেন ও অত্যাধুনিক গ্যাস কাটার, যা দিয়ে

লোহার বিম কেটে আটকে পড়া শ্রমিকদের বের করে আনার কাজ চলছে পুরোদমে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাঁদের পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে। ঘটনাস্থলেই চলছে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা। ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে এখনও ভেসে আসছে আর্তনাদ, বাইরে থেকে নাম ধরে ডেকে আটকে পড়াদের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা চলছে।ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পাল, স্থানীয় বিধায়ক রাকেশ সিং এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, দমকল, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। সেনা নামানো হয়েছে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য প্রাণগুলোকে বাঁচানো। দ্রুত গতিতে উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল আমলে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছিল গোডাউনটি। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার পরই কন্ট্রোল রুম খুলেছে নবান্ন। সাহায্যের জন্য চালু করা হয়েছে চারটি নম্বর;১০৭০ ৮৬৯৭৯৪০৭০, ০৩৩ ২২১৪৩৫২৬ এবং ০৩৩ ২২৫৩৫১৮৫।স্থানীয়দের অভিযোগ, যাঁকে গোডাউন নির্মাণের কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর এই কাজের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কাটমানির বিনিময়ে কাজ দেওয়া এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। এলাকার এক বাসিন্দার দাবি, এই বিষয়ে আগেই বন্দর কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁরা।

হাইকোর্টে মানস

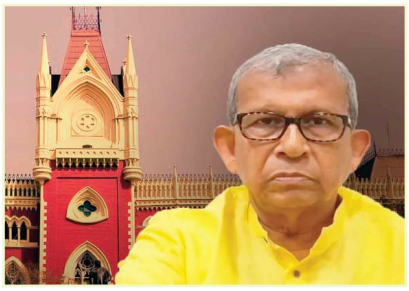

নয়া জামানা ঃ সম্প্রতি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইঞার বিরুদ্ধে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে নোটিস পাঠায় পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে এবার গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মানস। রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

বিপাকে অতীন ঘোষ

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী-বিধায়করা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। বহু জায়গায় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে জমি-বাড়ি হাতানোর অভিযোগ উঠেছে।

রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিল এডিবি, বৈঠক নবান্নে

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি। শিল্প করিডর থেকে গণপরিবহণ, লজিস্টিক হাব থেকে পর্যটনের বিকাশ; গুরুত্বপূর্ণ একাধিক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছে তারা। এ নিয়ে মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তর সঙ্গে বৈঠক করেন এডিবি'র শীর্ষকর্তারা।সূত্রের খবর, এডিবি যে সমস্ত প্রস্তাব রাজ্যের সামনে রেখেছে, তা খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সামনে রাখা হবে। এরপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে এডিবি কর্তাদের সঙ্গে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে

প্রথম বাজেটেই একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সপ্তাহের শুরুতেই বিজেপি সরকারের প্রথম অর্থ বাজেট পেশ হয়েছে। অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট পেশ করেন স্বপন দাশগুপ্ত। প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের মতে, বাজেট পেশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এডিবি-র সঙ্গে বৈঠকের অর্থ হল; রাজ্য সরকার চায় দ্রুত পরিকাঠামো বৃদ্ধির পথে হাঁটতে, যাতে শিল্পায়নের পথ আরও সুগম হয়।নবান্ন সূত্রে খবর, এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছে এডিবি। মঙ্গলবার চারটি 'সিটি ইকোনোমিক রিজিয়ন' বা 'সিইআর' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন এডিবি কর্তারা। এছাড়াও কলকাতা, ডানকুনি, দুর্গাপুর, আসানসোল ম্যানুফ্যাকচারিং করিডরের জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে তারা।

রয়েছে হলদিয়া-খড়গপুর শিল্প করিডর এবং শিলিগুড়ি - জলপাইগুড়ি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ করিডরের প্রস্তাবও।

এর পাশাপাশি ডানকুনি, শিলিগুড়ি ও হলদিয়াতে লজিস্টিকস হাব গড়ে তোলা, পরিবহণে গতি আনতে ইলেকট্রিক বাসের ব্যবহার বাড়ানো, পরিযায়ী শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষদের জন্য সস্তার ভাড়া-বাড়ি তৈরি এবং বিভিন্ন পর্যটন ক্লাস্টার গড়ে তোলার প্রস্তাবেও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে এডিবি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 24-06-2026 15:35 Page 2

রেলের জমি দখলমুক্ত করতে বুলডোজার অভিযান, গৃহহীন শতাধিক পরিবার

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ টিকিয়াপাড়া স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে কাঠপোল বস্তিতে মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাল পূর্ব রেল। বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় বেআইনিভাবে তৈরি প্রায় ১২০টি ঘর। এর ফলে বস্তির প্রায় হাজার খানেক বাসিন্দা কার্যত গৃহহীন হয়ে পড়েন। উচ্ছেদের প্রতিবাদে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালে বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে অভিযান চালানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মৃদু লাঠিচার্জও করা হয় বলে অভিযোগ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রেললাইনের ধারে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে বসবাস করা হচ্ছিল। উচ্ছেদের আগে বাসিন্দাদের একাধিকবার নোটিস দেওয়া হয়। ১৯ জুনের মধ্যে এলাকা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সোমবারও রেল ও হাওড়া পুরসভার আধিকারিকরা গিয়ে দ্রুত এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতেও সাড়া না মেলায় মঙ্গলবার সকালে বুলডোজার নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাজি জানান, যে জমিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে তা মূলত রাজ্য সরকারের জমি। রেলের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ওই জমি রেলের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, তসব জায়গায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। যেখানে রেলের উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানেই বেআইনি দখলদারদের সরানো হচ্ছে। অন্যদিকে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ করার অভিযোগ তুলেছেন বাসিন্দারা। বস্তিবাসী মহম্মদ আখতার বলেন, আমরা মহরম পর্যন্ত কিছুটা সময় চেয়েছিলাম। উৎসব শেষ হলে নিজেরাই সরে যেতাম। কিন্তু তার আগেই আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হল।আরও এক বাসিন্দা সিমলি বেগমের অভিযোগ, এলাকার এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে বস্তির ঘরগুলির জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা করে ভাড়া আদায় করতেন। এমনকি বাসিন্দাদের আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডও তাঁর কাছে জমা ছিল বলে দাবি করেন তিনি। উচ্ছেদ ঠেকাতে ওই ব্যক্তির সাহায্য চাইতে গেলে তাঁদের পুলিশ দিয়ে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাকশন পুলিশের,তামান্না খুনে গ্রেপ্তার আরও ২

নয়া জামানা,নদিয়া ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাসের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। নদিয়ার কালীগঞ্জের ছাত্রী তামান্না খুনের ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সাবির শেখ ও জিয়ারুল শেখ নামে দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। বুধবার তাঁদের আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে তামান্না খুনের ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়াল ১৩।উল্লেখ্য, গত বছর ২৩ জুন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ের পর তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। সেই বোমার আঘাতেই প্রাণ হারায় ছোট্ট তামান্না। ঘটনার এক বছর পেরিয়ে গেলেও বিচার না মেলায় পরিবার দীর্ঘদিন ধরে

দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছিল।মঙ্গলবার বিধানসভায় তামান্না খুনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, তামান্নার পরিবারও বিচার পাবে এবং সরকার এ ধরনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে। রামপুরহাট, হাঁসখালি, কসবা ল' কলেজ, কামদুনি ও ধূপগুড়ির মতো ঘটনাগুলির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। পরে তিনি জানান, ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কথা মন দিয়ে শুনেছেন এবং দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। এরপরই পুলিশ তল্লাশি অভিযান জোরদার করে। দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা সাবির শেখ ও জিয়ারুল শেখকে মঙ্গলবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারির পর নতুন করে বিচারের আশা দেখছেন তামান্নার পরিবার।তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা শুনেছেন, বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। তারপরই দু'জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা চাই, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের শাস্তি হোক। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি।

হামলা-সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার

তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান ও শ্রমিক নেতা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ ২০২১ সালের নির্বাচনের সময়কালে হামলা এবং বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত এগারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অশোক হেলা ও তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিবেক মন্ডলকে গ্রেফতার করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেফতারের পর বুধবার তাঁদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রানীগঞ্জ থানায় স্থানীয় মানুষের আক্রোশের কথা মাথায় রেখে বুধবার সকালেই দুই তৃণমূল নেতাকে অন্য থানায় স্থানান্তরিত করা হয়। পরে

আসানসোল উত্তর থানা থেকে তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন দুই দাপুটে নেতাকেই মুখে মাস্ক পরে আদালতে প্রবেশ করতে দেখা যায়।এলাকায় দাদাগিরি, সন্ত্রাস, নির্বাচনের সময় বিরোধী দলের নেতাদের হুমকি, মহিলাদের প্রতি নির্যাতন, ভয় দেখিয়ে মারধর করে জমি দখল, এলাকা দখল সহ নানান অভিযোগ রয়েছে এই দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।বুধবার চুপিসারেই দুই নেতাকে আদালতে পেশ করা হয়।

রাতের অন্ধকারে তিস্তার চরে মিলল সাদা অজগর

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন তিস্তা নদীর তীরে এক বিরল সাদা অজগরের দেখা মিলেছে বলে দাবি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশাল আকৃতির এই সাপটিকে দেখে প্রথমে অনেকেই হতবাক হয়ে পড়েন। সাধারণত অজগরের গায়ে বাদামি, কালচে বা মিশ্র রঙের ছাপ দেখা যায়। কিন্তু এই সাপটির শরীর ছিল সম্পূর্ণ ধবধবে সাদা। এমন অস্বাভাবিক রঙের সাপ চোখে পড়তেই এলাকায় কৌতূহল বাড়তে শুরু করে। পরে সেই সাপের ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বিভিন্ন মহলে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি-সিকিম জাতীয় সড়ক তথা এনএইচ-১০-এর পাশে তিস্তা খোলা এলাকায় গভীর রাতে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সেই সময় নদীর ধারে বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে একটি বিশাল সাপকে চলাফেরা করতে দেখেন তাঁরা। প্রথমে

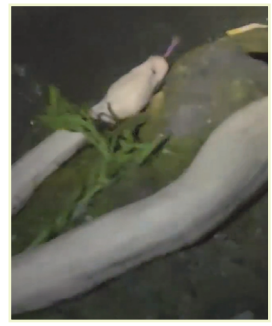

অনেকে বিষয়টি বিশ্বাসই করতে পারেননি। কারণ রাতের আলো-আঁধারিতে সম্পূর্ণ সাদা রঙের এত বড় সাপ দেখা সত্যিই বিরল ঘটনা। শ্রমিকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন রাধাকৃষ্ণন পানিক্কর। তিনি নিজের মোবাইল ফোনে সাপটির ছবি এবং ভিডিও ধারণ করেন। পরে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ হতেই মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ ভিডিওটি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। কেউ কেউ এটিকে প্রকৃতির এক বিরল উপহার বলেও মন্তব্য করেছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, নদীর ধারে পাথুরে অংশের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বিশালাকার সাপটি।প্রাথমিকভাবে অনেকের অনুমান, এটি একটি অ্যালবিনো পাইথন বা সাদা অজগর হতে পারে। অ্যালবিনিজম একটি বিরল জিনগত বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় প্রাণীর শরীরে মেলানিন নামের রঞ্জক পদার্থের ঘাটতি থাকে। ফলে তাদের স্বাভাবিক রঙের পরিবর্তে শরীর সাদা বা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে চোখও লালচে বা গোলাপি রঙের দেখা যায়। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ এই প্রসঙ্গে বলেন, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল এখনও নানা ধরনের বিরল বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল। সময়ে সময়ে বিভিন্ন অজানা বা কম দেখা প্রাণীর উপস্থিতির খবর সামনে আসে। তিস্তা নদীর তীরে এই সাপের দেখা পাওয়ার ঘটনাও সেই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যেরই একটি উদাহরণ হতে পারে।

আট মাসেও সারেনি ভাঙ্গা বাঁধ, ভাঙ্গা বাঁধে আতঙ্কিত এলাকাবাসী

বাবলু রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হোগলারটারি, কুইলা পাড়া-সহ জলঢাকা নদীর ধার ঘেঁষে থাকা বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের মনে এখনও গত বছরের বন্যার আতঙ্ক তাজা। প্রায় আট মাস আগে, গত ৪ অক্টোবর জলঢাকা নদী ভয়ংকর রূপ নিয়ে বাঁধ ভেঙে এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সেই বন্যায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, অনেক পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে। সময়ের সঙ্গে মানুষ কোনওরকমে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও আজও ভাঙা বাঁধ পুরোপুরি মেরামত না হওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে জলঢাকা নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। নদীর জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যাপ্রবণ এলাকায় মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আর সেই ঘোষণাই পুরনো ক্ষতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে গ্রামবাসীদের। রাতভর অনেকেই দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেননি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছান ধূপগুড়ির মহকুমাশাসক শ্রদ্ধা সুব্বা, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সোমনাথ হালদার এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় চন্দ্র রায়। তাঁরা ভাঙা বাঁধ ও নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকার বাসিন্দা চম্পক নাগ বলেন, গতবারের বন্যায় আমরা অনেক ক্ষতি সহ্য করেছি। অনেক কষ্ট করে আবার ঘর বানিয়ে সংসার গুছিয়েছি। কিন্তু যে ভাবে বাঁধের কাজ হচ্ছে, তাতে ভরসা পাচ্ছি না। ভাঙা জায়গায় শুধু বালি ফেলা হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই সেই বালি গলে যাচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন, পঞ্চায়েত আর সেচ দফতর দ্রুত ভালোভাবে বাঁধের কাজ শেষ করুক।স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় চন্দ্র রায় জানান, টানা বৃষ্টির ফলে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি নির্মীয়মাণ বাঁধেরও কিছু অংশে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ মহকুমাশাসক, বিডিও এবং আমরা সবাই এলাকা ঘুরে দেখেছি। বাঁধের কাজ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।